যুগান্তর

তারিখ 08 APR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বগুড়ায় মূক ও বধির ছাত্রাবাসে মারা যাওয়া রবিউল হাসান রাসেলের (ইনসেটে) মা খুরশিদা বেগম ও অন্যদের আহাজারি যুগান্তর

বগুড়ায় ছাত্রাবাস থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্রের লাশ উদ্ধার

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়া শহরের কলোনি বাজার এলাকায় মূক ও বধির স্কুলের ছাত্রাবাসে রবিউল হাসান রাসেল (১৩) নামে এক বাকপ্রতিবন্ধী ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও কেয়ারটেকার এটাকে আত্মহত্যা দাবি করলেও এলাকাবাসী তা সন্দেহের চোখে দেখছে। পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা মনে হচ্ছে। এরপরও নিশ্চিত হতে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বনগ্রামের শাহাদুল ইসলামের ছেলে রবিউল হাসান রাসেল জন্মগতভাবে বাকপ্রতিবন্ধী। বাবা-মা তাকে ২০১১ সালে বগুড়া শহরের কলোনি বাজার এলাকার মূক ও বধির স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন ও পরিবেশ ভালো না লাগায় রাসেল বাড়িতে গিয়ে আর ফিরতে চাইত না। সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। শুক্রবার অভিভাবকরা তাকে স্কুলে রেখে যান। স্কুলের কেয়ারটেকার আমান উল্লাহ ও প্রধান শিক্ষিকা হোসনে আরা চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, সোমবার রাতে একটি হলঘরে রাসেলসহ বিভিন্ন বয়সের ৪৯ জন ছাত্র ঘুমায়। মেজবাউল নামে এক ছাত্র, ফজরের নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিলে সে ঘরের এক কোণে ফ্যানের হুকের সঙ্গে রাসেলের লাশ ঝুলতে দেখে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। তখন অন্য ছাত্ররা জেগে ওঠে। খবর পেয়ে তার স্বজনরা ছুটে আসেন। স্কুলের পাশের এক গৃহবধূ জানান, অবুঝ এ বোবা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক ও অন্যরা বেদম মারধর করে থাকে। তারা নানা বঞ্চনার শিকার। দূর থেকে শুধু তাদের আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়। তবে কেয়ারটেকার ছাত্রছাত্রীদের মারধরের কথা অস্বীকার করেন।